ভোরের কাগজ

JUN 2004

গণিত অলিম্পিয়াড- একটি ক্রমশ বেগবান ধারা

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

গত দুই বছর যাবৎ বাংলাদেশের স্কুল-কলেজগুলোতে গণিতের অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মেধার প্রতিযোগিতা বলতে পাবলিক পরীক্ষা তাও আবার আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত হওয়ার জন্য নম্বর পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে যখন শতিনেক ছাত্রছাত্রী একই মেধাসম্পন্ন হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন মিডিয়ার লোকজন এতোসংখ্যক শ্রেষ্ঠকে নিয়ে আর মাতামাতি করে না। নম্বর পদ্ধতিতেও যে এই সোনার ছেলেমেয়েরা মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ দারুণভাবে করতে পারতো তা নয়, টিভিতে ২০-৩০ সেকেন্ড এবং পরীক্ষার পর হাস্যোজ্জ্বল একটি ছবি জাতীয় পত্রিকায়। আমাদের ক্রিকেটাররা যখন খেলাধুলায় চরমভাবে ব্যর্থ, জাতি অপমানিত তখনও আমাদের জাতীয় দৈনিকগুলোতে 'এবার এরা ব্যর্থ হয়েছেন'— শিরোনামে হাস্যোজ্জ্বল ছবি ছাপা হয়। মোটের ওপর শিক্ষা ব্যতীত অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে এবং এই ভূখণ্ডে করুণাময় তার করুণা ঢেলে দিয়েছেন অকাতরে তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধার স্বীকৃতি থাকলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে নেই।

বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেও এর সফলতা নিয়ে আমাদের গণমাধ্যমের আগ্রহ নিতান্তই কম।

আমরা জানি, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। স্কুল-কলেজে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক নেই, মানের ব্যাপারেও একই ব্যবস্থা, পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতি নেই। এমতবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি জ্ঞানার্জনে নিবদ্ধ করতে হলে নানা উপায় উদ্ভাবন করতে হবে, যার মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতার সুবাদেই ষাড়ের লড়াই থেকে শুরু করে কুস্তি, বক্সিং এবং রাগবির মতো শক্তিপ্রধান খেলাতেও মানুষের এতো আগ্রহ। আমাদের এই দেশে বুদ্ধিপ্রধান প্রতিযোগিতার ধারাকে বেগবান করতে পারলে নিশ্চয়ই বুদ্ধির দৌড়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম

গণিতের অলিম্পিয়াড বুদ্ধির এমনই প্রতিযোগিতা। যা বলছিলাম, গণিতের অলিম্পিয়াড বাংলাদেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নের ধরন, মূল্যায়ন পদ্ধতি আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে সহায়ক হচ্ছে না। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই স্মরণশক্তিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে, মেধার চর্চা হচ্ছে না বলে আমাদের ছেলেমেয়েদের মেধাও বিকশিত হচ্ছে না। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো গ্রেড নিয়ে পাস করার পরও দেখা যায় তাদের বুদ্ধ্যাংক গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নয়, নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেই তাদের স্মৃতিশক্তিনির্ভর বিদ্যা কিংবা জ্ঞান দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে পারে না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই দুর্বলতা স্বল্পসময়ে দূর করা সম্ভব হবে না। স্কুল-কলেজগুলোতে শুধু শিক্ষকেরই অভাব নেই, যোগ্য শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। এমতবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধকারী প্রতিযোগিতার আয়োজন আমাদের ছেলেমেয়েদের মেধার বিকাশে সহায়ক হবে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় গত দুবছর যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই প্রতিযোগিতায় শুধু ছাত্ররাই আগ্রহী নয়, শিক্ষক-অভিভাবকরাও যথেষ্ট উৎসাহী।

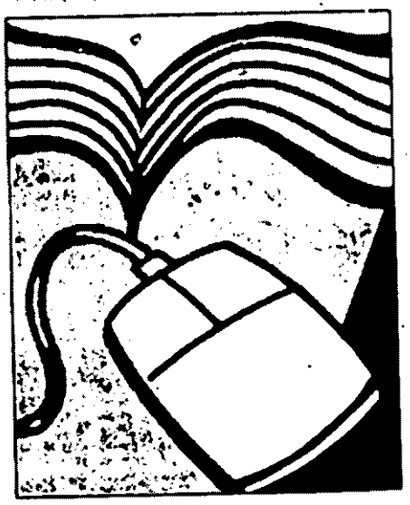

দৈনিক প্রথম আলোর সহায়তায় ঢাকায় আমরা প্রথম প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম, যাতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল শতাধিক, শিক্ষক-অভিভাবকের সংখ্যাও ছিল অনুরূপ। তারপর নটরডেম কলেজেও কলেজের ছাত্রদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল এমন একটি অলিম্পিয়াড, যাতে অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এরপর নারায়ণগঞ্জ শহরে যে অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে আমাদের আয়োজনকে ক্ষুদ্র প্রমাণ করে ছাত্রছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে বসে গণিতের সমস্যা সমাধান করেছে। এরপর ঢাকা শহর থেকে বাইরে রাজবাড়ীতে আয়োজন করা হয়েছিল একটি গণিতের অলিম্পিয়াড। আবার তাতে ঈর্ষণীয় অংশগ্রহণ। ছাত্রছাত্রীদের এই উৎসাহ ধরে রাখতে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

আমরা জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করেছিলাম। অত্যন্ত সুন্দর এই আয়োজন সুন্দরতর হয়েছিল আমাদের ছেলেমেয়ে, শিক্ষক-অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক অংশগ্রহণে। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি এই অলিম্পিয়াডকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল। এরপর কিছুদিন আগে এগারো/বারোশ ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে ডেমরায় অনুষ্ঠিত হলো গণিতের অলিম্পিয়াড। ছাত্রছাত্রীদের এই উৎসাহ ধরে রাখতে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রতি সপ্তাহেই পাঁচটি করে সমস্যা দিয়ে যাচ্ছি, যার উত্তর পাঠাচ্ছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে। এমনকি বয়স্করা, কোনো গ্রেড প্রাপ্তির জন্য নয়, নিজের বুদ্ধির বিকাশের জন্য, চর্চার জন্য অংশগ্রহণ করছেন। এই সংস্কৃতিও বাংলাদেশে অনন্য। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক অবক্ষয়ের মাঝে তাৎক্ষণিক কোনো সুবিধা নেই— এমন কাজে ছাত্রছাত্রীরা যে সময় দিচ্ছে তা অভাবনীয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধ্যাপক জাফর ইকবাল এবং আমি 'নিউরনে অনুরণন' এবং 'নিউরনে আবারো অনুরনন' নামে দুটি বইও লিখেছি।

গত বছরের একুশে মেলাতে প্রকাশককে স্তম্ভিত করে 'নিউরনে অনুরণন' বইটির একাধিক মুদ্রণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবারো ছাত্রছাত্রীদের সেই উৎসাহে ভাটা পড়েনি। আমাদের লক্ষ্য অবশ্যই দেশে সীমাবদ্ধ নয়। কম্পিউটারের ছাত্রদের মতোই যাতে করে আমাদের ছাত্ররা আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাদের গণিতের দক্ষতা বিশ্বের অন্যান্য দশের ছেলেমেয়েদের তুলনায় কি পর্যায়ের তা জানতে পারে এবং নিজেদের গণিত-মেধায়

> **দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে নীরোগ রাখতে হলে যদি তার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, সুস্বাস্থ্যের জন্য যদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতে হয় তাহলে সবচেয়ে মূল্যবান এবং প্রধান অঙ্গ মস্তিষ্কের বিকাশে কিংবা নীরোগ রাখতেও অনুশীলন কিংবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে দেহ সম্পদে দুর্বল বাংলাদেশের মানুষের মস্তিষ্ক সম্পদেই অধিকতর সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।**

আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের এই মেধা সম্পর্কে বিশ্বের গণিত সমাজ জানতে পারে— এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হচ্ছে পর্যবেক্ষক হিসেবে গণিতের অলিম্পিয়াডে উপস্থিত থাকা, গণিত অলিম্পিয়াডের নানা কার্যক্রম সম্পর্কে জানা। এই লক্ষ্যে এবার জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করবে মুনির হাসান, যার অত্যন্ত আন্তরিক প্রচেষ্টায় এতোগুলো গণিতের অলিম্পিয়াড এতো অল্প সময়ে অনুষ্ঠিত হলো। আশা করি, ২০০৪ সালে গ্রিসে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের ছাত্ররা যেমন তাদের গণিতের দক্ষতা যাচাই

১০২৫ কি...

সংরক্ষণ

৫০% লভ্যাংশ

পদ্মা অয়েল কো...

৩৩তম বার্ষিক ...

সভা অনুষ্ঠিত